তারিখ ... 5 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

ঢাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে তিন দফা সংঘর্ষ

আহত ৩ : দোকানে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হল এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে তিন দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত তিন দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় এক শিক্ষার্থীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। আহত হয় আরও দু'জন। পুড়িয়ে দেয়া হয় জহুরুল হক হলের গেট সংলগ্ন

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

ঢাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে তিন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি দোকান। শুক্রবার রাত ৯টায় এ খবর লেখা পর্যন্ত দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন দুই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। এ সময় জহুরুল হক হলের একটি গ্রুপ এসএম হলে গিয়ে হামলা চালায়। এতে মারাত্মক আহত হয় পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র পলাশ হোসেন। পরবর্তীতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় আহত হন আরও দুই জন।

এ দিকে এ ঘটনার রেশ ধরে শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে জহুরুল হক হলের পলাশী গেট সংলগ্ন 'শাহ আলী কাবাব ঘর' নামের একটি দোকান ভাঙচুর করে এসএম হল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরবর্তীতে রাত ৮টার দিকে পূর্বের ক্ষোভ থেকে দোকানটি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। রাত ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ বিষয়ে জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ তালুকদার যুগান্তরকে বলেন, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থেকে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা তদন্তে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আরিফুর রহমান লিমনকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এসএম হল ছাত্রলীগের সভাপতি তাহসান আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, এক হল থেকে আরেক হলে গিয়ে এভাবে জখম করার ঘটনা আগে আর দেখিনি। আমি চাই এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আরিফুর রহমান লিমন যুগান্তরকে বলেন, তদন্তের কাজ চলছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ থেকেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর প্রশাসনিকভাবে আমারও ব্যবস্থা নেব।